গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mor.gov.bd

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৮-১৯-এ অন্তর্ভুক্ত 'অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ১ম সভা'র কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মো: মোফাজ্জেল হোসেন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	০৯.১০.২০১৮।
সময়	:	সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং ৯৩০)
উপস্থিত কর্মকর্তা ও অংশীজন	:	তালিকা সংযুক্ত (পরিশিষ্ট ক)

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির আহবানে সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ নিজ নিজ পরিচয় উপস্থাপন করেন। অত:পর তিনি সভার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন যে, ঈদের সময় সুষ্ঠু ও নিরাপদ ট্রেন পরিচালনা এ মন্ত্রণালয় তথা বাংলাদেশ রেলওয়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। চলতি ঈদ-উল-আযহায় তা মারাত্নকভাবে অনুভূত হয়েছে। বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়া'তে তা প্রচার করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রতিনিয়ত খোঁজ খবর নিয়েছে। রেলওয়েসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ প্রাণান্ত পরিশ্রম করেছেন। এতদসত্বেও ট্রেনের সিডিউল বিপর্যয় ঘটেছে। ট্রেনের ছাদে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ঝুঁকি নিয়ে যাত্রী ভ্রমণ করেছে। ঢাকা শহর অন্য সব কিছুর মত ট্রেনের প্রাণ কেন্দ্র। ঢাকা থেকে ট্রেন অপারেশন-এ শৃংখলা আনয়ন করা সম্ভব হলে দেশের সার্বিক ট্রেন অপারেশনে শৃংখলা আসবে। এছাড়া, সভাপতি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ভিশন, মিশন, রেলওয়ের ইতিহাস, রাজস্ব বাজেট, বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প, চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসহ মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সভায় উপস্থাপন করেন।

২। আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেন অপারেশন ও ব্যবস্থাপনা তথা যাত্রী সেবার সাথে জড়িত স্টেশন ম্যানেজার, স্টেশন মাস্টার, বুকিং সহকারী, লোকমাস্টার, গার্ডসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও রেলওয়ে পুলিশের কর্মকর্তাগণ এ সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া, ট্রেন যারা ব্যবহার করেন তাদেরও প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছেন মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

৩। সভাপতি বলেন, সরকার রেল সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। সভার উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে সুষ্ঠু ও নিরাপদ ট্রেন পরিচালনায় বিদ্যমান সমস্যা, সমস্যার সমাধানে সম্ভাব্য করণীয়সহ সার্বিক বিষয়ে নিজ নিজ মতামত তুলে ধরার জন্য উপস্থিত কর্মকর্তা ও সুধীজনদের প্রতি সভাপতি আহবান জানান।

৪। উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের বক্তব্য/মতামত পর্যালোচনান্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক্র.নং.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৪.১।	জনাব মোঃ মাহবুব কবীর, সদস্য (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য বিগত সভায় উপস্থাপিত আলোচনার উদ্বৃতি দিয়ে বলেন যে, কুমিল্লা-আখাউড়া ও আখাউড়া-লাকসাম রেললাইনে দু'রং-এর পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি উক্ত পাথরের গুণগত মান যাচাইয়ের দাবী জানান এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে পাথরের মান পরীক্ষার জন্য অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, পাথরের রং দেখে এর ভাল-মন্দ বুঝা যায় না। আখাউড়া-লাকসাম রেললাইন প্রকল্প এলাকায় নিজস্ব ল্যাব রয়েছে। উক্ত ল্যাবে পাথর পরীক্ষা করা হয় এবং সব ধরণের পাথরের সন্তোষজনক মান নিশ্চিত সাপেক্ষ্যে তা রেললাইনে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া, পাথর বুয়েট থেকেও পরীক্ষা করা হয়েছে। সভাপতি পাথরের টেস্ট রিপোর্ট সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন মর্মে সভায় জানান এবং রেললাইনে ব্যবহারের পূর্বে সকল পাথরের মান	রেললাইনে ব্যবহারের পূর্বে সকল পাথরের মান যাচাই করতে হবে।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে

ক্র.নং.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	যাচাই নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেন।		
৪.২।	জনাব মিহির বিশ্বাস, যুগ্ম-সম্পাদক, বাপা, লালমাটিয়া সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মিশন ও ভিশন সম্পর্কে জেনে তিনি অত্যন্ত খুশি। তিনি রেলওয়েকে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব রেলওয়ে পরিবহন ব্যবস্থার পাশাপাশি নারী/শিশু বান্ধব করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি নারী/শিশু ও প্রতিবন্ধীদের ট্রেনে ওঠা-নামাসহ টিকেট প্রাপ্তির বিষয়টির ওপর জোর দেন। রেলকে পরিবেশ বান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন যে, রেলে পর্যাপ্ত পরিমাণ যাত্রী পরিবহণ করা গেলে সড়কের ওপর চাপ কমে যেত এবং এতে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যাও অনেকাংশে হ্রাস পেত। এছাড়া, ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ ও যত্রতত্র অনিরাপদ লেভেল ক্রসিং রয়েছে মর্মেও তিনি সভাকে জানান। রেলওয়ের সার্বিক কার্যক্রম পরিবেশ বান্ধব করার জন্য তিনি দাবী জানান। উপস্থাপিত বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, অনেক স্টেশনে প্রতিবন্ধীদের ট্রেনে ওঠা-নামার জন্য সিড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে/হচ্ছে। নতুন ক্রয়কৃত কারে প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। এছাড়া, ট্রেনের লাইটিং, ফ্যান ও টয়লেট ব্যবস্থা এমনভাবে করা হচ্ছে যাতে প্রতিবন্ধীরা সহজে তা ব্যবহার করতে পারে। হুইল চেয়ারও থাকবে। রেলওয়ের ভিশন ও মিশন অনুযায়ী তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন যে, রেলওয়ের লেভেল ক্রসিং গেট-এ পর্যাপ্ত জনবল নেই এবং অনেক অননুমোদিত গেইট রয়েছে। নবনিয়োগকৃত গেটম্যানদের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। পরিবেশ বান্ধব রেলের জন্য fuel specification এর সাথে সঙ্গতি রেখে লোকোমোটিভ কেনা হচ্ছে মর্মেও তিনি জানান। সভাপতি বলেন যে, রেল স্টেশন ও ট্রেনের বাথরুম পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি ট্রেনের লাইট ও ফ্যান সচল রাখা, পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং ট্রেন ও স্টেশন মাদকমুক্ত রাখার জন্য নির্দেশনা দেন।	(১) স্টেশনে ও ট্রেনে নারী/শিশু ও প্রতিবন্ধীদের ওঠা-নামার সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। (২) রেল স্টেশন ও ট্রেনের বাথরুম পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। (৩) ট্রেনের লাইট ও ফ্যান সচল রাখাসহ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। (৪) ট্রেন ও স্টেশন মাদকমুক্ত রাখার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্তি মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ; ২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ ; ৩। ডিআরএম, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/পাকশী/ লালমনিরহাট/ চট্টগ্রাম ; ৪। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.৩।	জনাব ফিরোজ আলম মিলন, নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা)-এর প্রতিনিধি সভায় বলেন যে, ট্রেনের টিকেট প্রাপ্তিতে যাত্রীরা বিড়ম্বনার শিকার হয়। তাদের টিকেট প্রাপ্তি সহজ করা দরকার। ট্রেনের যাত্রী বেশী থাকলেও টিকেট পাওয়া যায় না। তিনি লেভেল ক্রসিং-এর নিরাপত্তা দ্রুত জোরদার করার দাবী জানিয়ে বলেন যে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রহরীরা ঠিকমত দায়িত্ব পালন করে না। পথচারীরা অমনযোগী হয়ে ও মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে রেল লাইন পার হয় কিংবা রেললাইনে হাটা-হাটি করে। এতে দূর্ঘটনা বেশী হয়। তিনি পথচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এবং ট্রেনের ছাদে যাত্রী ওঠা রোধ করার দাবী জানান। এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ট্রেনের যাত্রী সংখ্যা পূর্বের ৬ কোটি থেকে বেড়ে ৯ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে। যাতায়াতের জন্য ট্রেনের চাহিদা অনেক বেশি। যাত্রীদের টিকেট প্রাপ্তির সুবিধার্থে বর্তমানে ১০ দিন আগে ট্রেনের টিকেট বিক্রয় করা হচ্ছে। ট্রেনে standing ticket-সহ বর্তমানে ১২০% occupancy রয়েছে। কোচের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সমস্যা অনেকটা হ্রাস পাবে। আলোচনায় অংশ নিয়ে ডিআইজি, রেলওয়ে পুলিশ সভায় জানান	(১) লেভেল ক্রসিং গেট-এ কর্মরত গেটম্যানদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য নির্দেশনা দিতে হবে এবং তা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করতে হবে। (২) নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সভা আয়োজন, লিফলেট তৈরী ও বিতরণ অব্যাহত রাখতে হবে। (৩) যাত্রীদের জন্য স্টেশনে In-Gate এবং Out-Gate তৈরি করা এবং ইলেকট্রিক আর্চওয়ের মাধ্যমে স্টেশনের ভিতরে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। (৪) উপযুক্ত কারণ ব্যতিত চেইন	১। অতিরিক্তি মহাপরিচালক (আই/অপা:), বাংলাদেশ রেলওয়ে ; ২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ ; ৩। নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন কর্তৃপক্ষ।

ক্র.নং.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	যে, যাত্রীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্নক চেষ্টা করা হচ্ছে। নতুন নতুন রেল লাইন ও স্টেশন চালু হচ্ছে। কিন্তু প্রতিটি জেলায় রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ি নেই। এছাড়া ট্রেনের সিটের অতিরিক্ত যাত্রী যাতায়াত করার কারণে বৈধ টিকেটের যাত্রীরা ট্রেনে উঠতে পারে না। standing ticket-ধারী যাত্রীরাই বেশী সমস্যা করে। সীটের অতিরিক্ত টিকেট বিক্রয় বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। যাত্রীদের জন্য স্টেশনে In-Gate এবং Out-Gate তৈরি করা এবং ইলেকট্রিক আর্চওয়ের মাধ্যমে স্টেশনের ভিতরে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এ সমস্যার অনেকটা সমাধান করা সম্ভব। তিনি আরও বলেন যে, ট্রেন থামানোর জন্য ট্রেনের চেইন টানার পদ্ধতিটাও বন্ধ করতে হবে। বিনা টিকিটের যাত্রীরা অনেক সময় এভাবে ট্রেন থামিয়ে নেমে যায়। এছাড়া, অনেক যাত্রী ট্রেনের চেইন টেনে অস্ত্র, সোনাসহ অবৈধ মালামাল চোরাচালানের মাধ্যমে আনা-নেয়া করে থাকে। তিনি রেলওয়ের পুলিশের জন্য রেলওয়ের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ট্রেনিং একাডেমি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। সভাপতি বলেন লেভেল ক্রসিং-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য automatic system চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সভা আয়োজন, লিফলেট তৈরী ও বিতরণ করা হচ্ছে। টিকেট কালোবাজারী রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার লক্ষ্যে তিনি রেলওয়ে পুলিশকে আরও জোরালো ভূমিকা পালনের জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, তিনি নিরাপদ রেললাইন এবং ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য নিরাপদ সড়ক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	টেনে ট্রেন থামানো রোধ করতে হবে এবং চেইন টেনে ট্রেন থামানো সংক্রান্তে বিগত ৬ মাসের ঘটনা উল্লেখ করে প্রতিবেদন দিতে হবে। (৫) টিকেট কালোবাজারী রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (৬) রেল লাইন ব্যবহারে পথচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ট্রেনের ছাদে যাত্রী ওঠা বন্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য 'নিরাপদ রেললাইন চাই' শিরোনামে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।	
৪.৪।	জনাব মোঃ আফজাল হোসেন, গার্ড-গ্রেড-১(এ), ঈশ্বরদী, পাকশী সভায় জানান যে, স্টেশন ও ট্রেনে হিজড়া, হকার এবং ভিক্ষুকদের অত্যাচার অনেক বেশী। এছাড়া, ট্রেনের ছাদে চড়া একটা ফ্যাশন হিসেবে দেখা দিয়েছে মর্মে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, ট্রেনে সিট খালি থাকলেও অনেকে ছাদে ওঠে। স্টেশনে ট্রেনের যাত্রী নামার আগেই নতুন যাত্রী ট্রেনে ওঠার কারণে অনেক অসুবিধা হয়। তিনি আরও বলেন যে, ট্রেন পরিচালনা শেষে লোকমাস্টারদের বিশ্রামের জন্য উপযুক্ত জায়গা নেই। বিশ্রামের জন্য যে কক্ষ রয়েছে সেখানে থাকার পরিবেশ নেই। এছাড়া, ট্রেনের running room-এ থাকা বিছানার চাদর, বালিশ, কাঁথা ইত্যাদি ব্যবহার অনুপোযোগী এবং ফ্যানগুলোও ঠিকমত চলে না, রুমের ভিতরে অত্যন্ত গরম থাকে। তিনি আরও বলেন যে, গার্ডরা ট্রেনে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে থাকেন। তাই তাদের জন্য ঝুঁকি ভাতা চালু করা প্রয়োজন। সভাপতি বলেন যে, স্টেশন ও ট্রেনে হিজড়া ও হকারদের উৎপাত বন্ধ করতে হবে। ভিক্ষুকদের পুর্নবাসনের লক্ষ্যে বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন ট্রেনের যাত্রী নামার পূর্বেই নতুন যাত্রী ওঠা বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সভাপতি ট্রেনের running room এবং লোকোমাস্টারদের বিশ্রামাগারের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি সড়ক পথে ট্রাফিক পুলিশকে সহায়তাকারি volunteer-দের ন্যায় রেলপথের জন্যও volunteer নিয়োগের পরামর্শ দেন।	(১) স্টেশন ও ট্রেনে হিজড়া ও হকারদের উৎপাত বন্ধ করতে হবে এবং ভিক্ষুকদের পুর্নবাসনের লক্ষ্যে বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করতে হবে। (২) ট্রেনের যাত্রী নামার পূর্বেই নতুন যাত্রী ওঠা বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৩) ট্রেনের running room এবং লোকোমাস্টারদের বিশ্রামাগারের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। (৪) সড়কপথের ন্যায় রেল স্টেশনে volunteer নিয়োগের ব্যবস্হা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।	১। অতিরিক্তি মহাপরিচালক (আই/অপা:), বাংলাদেশ রেলওয়ে ; ২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ ; ৩। নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন কর্তৃপক্ষ।
৪.৫।	জনাব জাহাঙ্গীর আলম, এলএম-১, ঈশ্বরদী বলেন, ট্রেন ৯০ কি.মি.-	ট্রেন চলাকালে অযথা ঝাঁকি	অতিরিক্ত

ক্র.নং.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	এর ওপরে চালালে খুবই ঝাঁকি অনুভুত হয়। রেল লাইনের অবস্থা আরও উন্নত করা দরকার। তিনি un-manned gate-এর বিষয়ে ভারতের উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, সেখানে সরাসরি রেল লাইন অতিক্রম করা যায় না। একটু ঘুরে যেতে হয়। ফলে গতিও কমে যায়। সেখানে রেড সিগন্যাল-এর ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের লেভেল ক্রসিং গেট-এ রেড সিগন্যাল থাকলেও তার কার্যকারিতা খুব একটা দেখা যায় না।	কমানোর জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক (আই), বাংলাদেশ রেলওয়ে
৪.৬।	আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব মোঃ মাহবুব কবীর, সদস্য (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য বলেন যে, ছাদে যাত্রী ওঠা বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া, ট্রেনের অনেক কোচে ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ছাদের যাত্রী ওঠা বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে ডিআরএম, ঢাকা বলেন যে এ বিষয়ে মাসব্যাপী সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া যেতে পারে। সভাপতি বলেন যে, ছাদে যাত্রী উঠলে ট্রেন পরবর্তী স্টেশনকে পৌঁছানোর আগেই অবহিত করতে হবে এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১) ছাদের যাত্রী ওঠা বন্ধে মাসব্যাপী সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। (২) ছাদে যাত্রী উঠলে ট্রেন পরবর্তী স্টেশনকে পৌঁছানোর আগেই অবহিত করতে হবে এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। এডিজি (অপা:), বাংলাদেশ রেলওয়ে ; ২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ ; ৩। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.৭।	জনাব মোঃ আবদুল বারী, এলএম-১, ডিএমই/লোকো/চট্টগ্রাম সভায় জানান যে, রেল লাইনের দু'পাশে স্থানীয় সরকার বিভাগের জনপ্রতিনিধিরা উঁচু রাস্তা তৈরি করে থাকে। ফলে রেল লাইন নীচু হয়ে যায় এবং লাইনে পানি জমে থাকে। এত রেল লাইন নস্ট হয় এবং ট্রেন চলাচলে অসুবিধা হয়। তিনি এ ধরণের সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানোর অনুরোধ করেন। সভাপতি বলেন রেল লাইনের দু'পাশে রাস্তা নির্মাণকালে রেলের নিরাপত্তা ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা বিবেচনায় নিয়ে রাস্তা নির্মাণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদেরকে অনুরোধ জানাতে হবে।	রেল লাইনের দু'পাশে রাস্তা নির্মাণকালে রেলের নিরাপত্তা ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা বিবেচনায় নিয়ে রাস্তা নির্মাণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদেরকে অনুরোধ জানাতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.৮।	জনাব আ: সবুর খান, গার্ড-গ্রেড-১, পাবর্তীপুর সভায় জানান যে, আব্দুলপুর-পঞ্চগড়, সান্তাহার-দিনাজপুর রুটের ইর্টারলকিং সিগন্যালিং ব্যবস্থায় লাল বাতির আলো কম। তাই ট্রেন পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে দাড়ায়। এছাড়া, রেল লাইনের পার্শ্বে গাছ থাকার কারণে সিগন্যালিং বাতিগুলো দেখা যায় না। এমনকি দিনের বেলাতেও ট্রেন পরিচালনা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। তিনি সিগন্যাল সিস্টেমটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি বলেন, সিগন্যাল বাতিগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে। এছাড়া, রেল লাইনের টার্নিং পয়েন্টগুলোতে গাছ লাগানো বন্ধে বন বিভাগের সাথে সমন্বয় করতে হবে। মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, এ বিষয়গুলো স্থানীয়ভাবে সার্বিক বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	(১) সিগন্যাল বাতিগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। (২) রেল লাইনের টার্নিং পয়েন্টগুলোতে গাছ লাগানো বন্ধে বন বিভাগের সাথে সমন্বয় করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ; ৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.৯।	জনাব সিতাংশু চক্রবর্ত্তী, স্টেশন ম্যানেজার, কমলাপুর, ঢাকা সভায় জানান যে, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, কুড়িগ্রাম রুটে যাতায়াতকারী টিকেট বিহীন অবৈধ যাত্রীরা পূর্ব থেকেই গাজীপুর, জয়দেবপুর, টঙ্গী, ঢাকা বিমানবন্দর, নারায়ণগঞ্জ স্টেশন থেকে ট্রেনে এসে কমলাপুর রেল স্টেশনে ভীড় করে এবং ট্রেনের ভিতরেই তারা অবস্থান করে থাকে। এ সকল অবৈধ যাত্রীদের কারণে বৈধ যাত্রীরা	(১) মানুষের চাহিদার কথা বিবেচনায় নিয়ে ট্রেনের এসি কেবিন/চেয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। (২) টিকেট বিহীন যাত্রী যাতে স্টেশনে প্রবেশ করতে না পারে	১। এডিজি (আই/আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে ; ২। অতিরিক্ত

ক্র.নং.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	ট্রেন উঠনে পারে না। যদি উক্ত স্টেশন থেকে টিকেট বিহীন অবৈধ যাত্রীদের ট্রেনে উঠা বন্ধ করা যায় তাহলে বৈধ যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্যে নিজস্ব গন্তব্যে পৌছাতে পারবে। তিনি আরও জানান যে, ভিআইপি ব্যক্তিদের চাহিদা মোতাবেক এসি কেবিন/চেয়ার সরবরাহ করার কারণে অনেক সময় সাধারণ মানুষ এসি কেবিন/চেয়ার-এর টিকেট পায় না। তারা ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে ডিআরএম, ঢাকা বলেন স্টেশনে অবৈধ যাত্রী প্রবেশ রোধ করার জন্য পুলিশ ও ব্যার-এর সহায়তায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা দরকার। জয়দেবপুর, গাজীপুর, টঙ্গী, ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে ফেন্সিং করাও জরুরি। সভাপতি বলেন, মানুষ এখন আরামে ও স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করতে চায়। সে পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেনের এসি কেবিন/চেয়ারের সংখ্যা বাড়ানো দরকার। তিনি বলেন, অন্যান্য পরিবহনের মতো ট্রেনেও টিকেট বিহীন লোককে স্টেশনে ঢুকতে দেয়া যাবে না। প্রয়োজনে র‍্যাব, পুলিশ, আরএনবি-এর সার্বিক সহযোগিতা নেওয়ার পরামর্শ দেন।	সেজন্য র‍্যাব, পুলিশ এবং আরএনবি-এর সহযোগিতায় অভিযান পরিচালনা করতে হবে; (৩) ঢাকাস্থ কমলাপুর, ক্যান্টনমেন্ট, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহ ফেন্সিং করতে হবে।	মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ ; ৩। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.১০।	স্টেশন মাস্টার চট্টগ্রাম বলেন যে চট্রগাম স্টেশনের ৬ ও ৭ নং প্লাটফরমে কোন শেড নেই। তাই যাত্রীরা অশোভন মন্তব্য করে থাকে। তিনি প্লাটফরম টিকিটের মুল্য ১১/- টাকা নির্ধারিত থাকায় মানুষ খুচরা টাকা দিতে অসুবিধায় পড়েন মর্মেও জানান। এটিকে round figure করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন যে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা দলবেধে স্টেশনে প্রবেশ করে টিকেটের জন্য চাপ দেয়। ফলে খুবই অসুবিধার সন্মুখীন হতে হয়। সভাপতি বলেন যে, প্লাটফরম টিকিটের মুল্য rounding off করার উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় অংশ নিয়ে ট্রেন ব্যবস্থাপনার আলোচনা করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন।	(১) চট্টগাম স্টেশনের ৬ ও ৭ নং প্লাটফরমে শেড নির্মাণের ব্যবস্থা নিতে হবে। (২) প্লাটফরম টিকিটের মুল্য rounding off করার উদ্যোগ নিতে হবে। (৩) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় অংশ নিয়ে ট্রেন ব্যবস্থাপনার ওপর আলোচনা করতে হবে। (৪) প্লাটফরমে প্রবেশের টিকেট বিক্রয়ের বিষয়টি আউট সোর্সিং করার উদ্যোগ নিতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ; ২। এডিজি (অপা:), বাংলাদেশ রেলওয়ে ; ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ; ৪। ডিআরএম, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ পাকশী/ লালমনিরহাট, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.১১।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, রেল পরিচালনাকারী সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ট্রেনে যাতায়াতকারী সকল যাত্রী সাধারাণকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, স্টেক হোল্ডারসহ সাধারণ মানুষের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য, গঠনমূলক সমালোচনা ও মূল্যবান সাজেশন অনুযায়ী রেলওয়েকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফরমে পৌছে দেয়ার চেষ্টা করা হবে। রেলওয়ের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রয়োজনে আর প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। তিনি অদ্যকার সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা

৫। পরিশেষে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে গুরত্বপূর্ণ মতামত দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব